পাক্ষিক

আহমদী

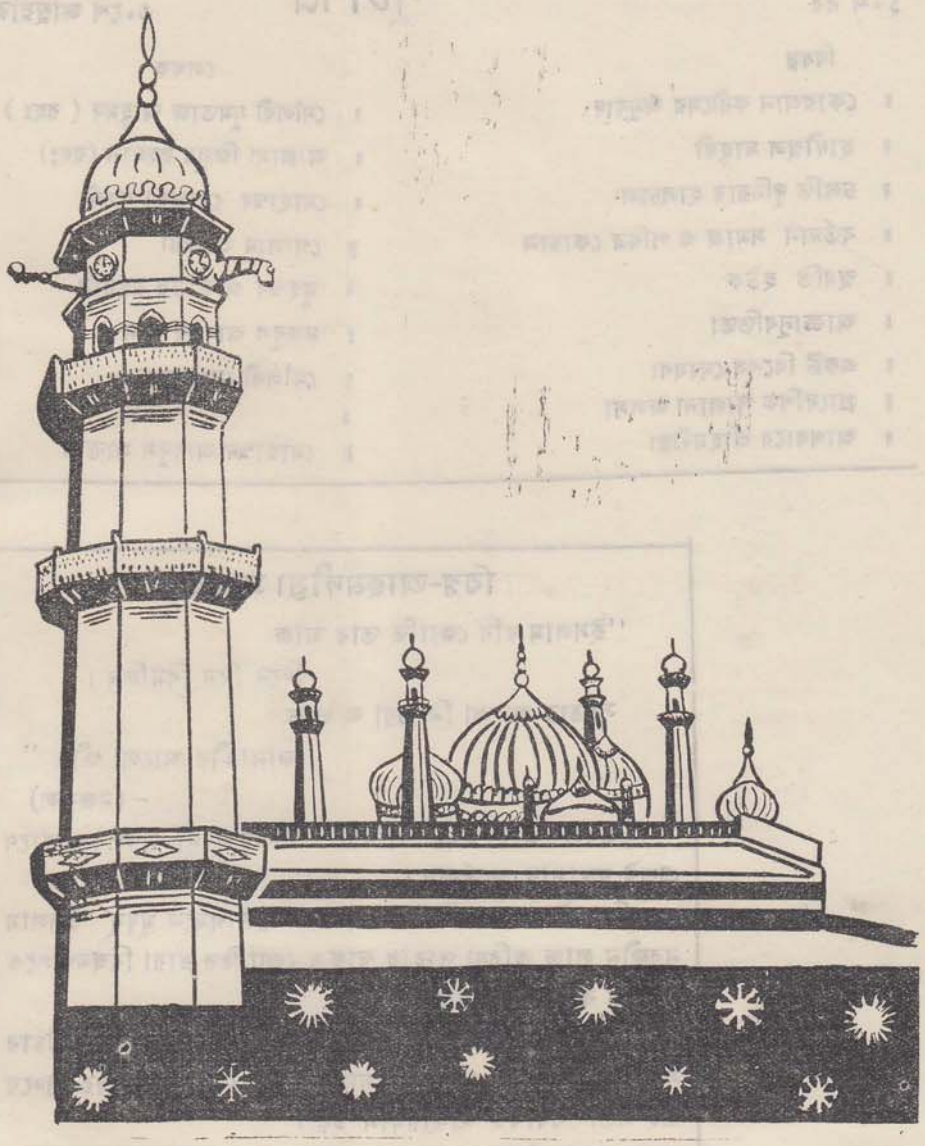

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা — পাক-ভারত—৫ টাকা

১৮শ সংখ্যা — ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৬৭

বার্ষিক চাঁদা — অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২০শ বর্ষ

সূচীপত্র

১৮শ সংখ্যা
৩০শে জানুয়ারী, ১৯৬৭ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	২৯৯
হাদীসুল মাহ্‌দী	আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)	৩০১
চলতি দুনিয়ার হালচাল	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	৩০৪
বর্তমান সমাজ ও পবিত্র কোরান	গোলাম আম্বিয়া	৩০৬
সুমতি হউক	মুহম্মদ আতাউর রহমান	৩০৭
আজ্ঞানুবর্তিতা	মকবুল আহমদ খান	৩০৯
একটি বিশেষ ঘোষণা	মৌলবী মোহাম্মাদ	৩১১
প্রাদেশিক সালানা জলসা		৩১৩
আখবারে আহমদীয়া	মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার	৩১৪

বিশ্ব-আহমদীয়া সম্মেলন

"ইসলাম রবি জ্যোতি তার আজ
দিনে দিন বিমলিন।
সত্যের আলো নিভিয়া জ্বলিছে
জোনাকীর আলো ক্ষীণ।"
—(নজরুল)

কেবল কবি নন, প্রতিটি ইসলাম দরদী মানবের প্রাণে একই হতাসার আর্তনাদ।

কিন্তু ইমাম মাহদী (আঃ)-এর শুভাগমনে মুমূর্ষু ইসলাম নবজীন লাভ করিয়া তাহার স্বাশ্বত জ্যোতির ধারা বিশ্বমণ্ডলকে প্লাবিত করিয়া তুলিয়াছে।

রাবোয়াস্থ (পশ্চিম পাকিস্তান) সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসায় যাহারা যোগদান করেন—তাহাদের হৃদয়ে এই সত্য যথার্থই প্রতীয়মান হয়।

এ বৎসর ইং ২৬,২৭ ও ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৬৭ সাল, আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বিশ্বব্যাপী সালানা জলসা রাবোয়ার ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা হইতে লক্ষাধিক লোক উহাতে যোগদান করিয়া জলসাকে পূর্ণ সফলতা দান করেন। আল্লাহ্ আহমদীয়া জামাতকে ইসলামের সেবায় আরও তৌফিক দিন। আমিন।

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২১শ বর্ষ : ৩০শে জানুয়ারী : ১৯৬৭ সন : ১৮শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্‌ আনফাল

৫ম রুকু

৩৯ ॥ (হে নবী) তুমি কাফিরদিগকে বল যদি তাহারা (কুফর হইতে) বিরত হয়, তবে তাহাদের পূর্বকৃত অপরাধ ক্ষমা করা হইবে। এবং যদি তাহারা পুনরায় কুফর করে, তাহা হইলে (তাহারা জানিয়া রাখুক) নিশ্চয় পূর্ববর্তী কাফিরদের প্রতিও আইন প্রযুক্ত হইয়া—ছিল।

৪০॥ এবং তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না উপদ্রব দূর হয় এবং ধর্ম শুধু একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই গৃহীত হয়। যদি তাহারা ক্ষান্ত হয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ উহা সম্যক দর্শন করিতেছেন, যাহা তাহারা করিতেছে।

৪১। যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, তবে জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের বন্ধু; (তিনি) কী উত্তম বন্ধু এবং কী উত্তম সহায়ক!

৪২॥ এবং জানিয়া লও যে, তোমরা যাহা কিছু যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাপ্ত হইয়াছ, নিশ্চয় উহার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের জন্য, আত্মীয় স্বজনের জন্য, দরিদ্র ও পথিকের জন্য যদি তোমরা আল্লার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাক এবং সেই জিনিষের উপর, যাহা আমরা আমাদের বান্দার উপর মীমাংসার দিন নাযিল করিয়াছিলাম, সেদিন (মুমিন ও কাফির) দুই দল (বদরের রণাঙ্গনে) পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছিল। এবং আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের উপর পূর্ণ শক্তিমান।

৪৩॥ (স্মরণ কর) যখন তোমরা ছিলে (মদিনা হইতে) নিকটতর (বদরের এই) প্রান্তে এবং তাহারা ছিল (মক্কা হইতে) দূরতর (বদরের সেই) প্রান্তে এবং (সিরিয়া হইতে আগন্তুক) কাফেলা ছিল (বদর হইতে) নিম্নতর (সমুদ্রের) উপকূলে এবং যদি তোমরা একে অন্যের সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে তাহা হইলে নিশ্চয় তোমরা নির্দিষ্ট সময় সম্বন্ধে মতভেদ করিতে কিন্তু (আল্লাহ ইচ্ছা করিয়াছিলেন) যেন সেই বিষয়টি মীমাংসা করিয়া দেন। যাহার হওয়া নির্দ্ধারিত ছিল, ফলে সে ধ্বংশ হইবে, যে প্রমাণের দ্বারা ধ্বংস হইয়াছে এবং সে জীবিত থাকিবে, যে প্রমাণের দ্বারা জীবন্ত হইয়াছে। এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ সম্যক শ্রোতা পরম জ্ঞাতা।

৪৪। (সেই কথা স্মরণ কর) যখন আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নে তাহাদের সংখ্যা অল্প দেখাইয়াছিলেন। যদি তিনি তোমাকে তাহাদের সংখ্যা অধিক দেখাইতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমরা সাহস হারাইয়া ফেলিতে এবং যুদ্ধের ব্যাপারে নিশ্চই তোমরা পরস্পরে বিবাদ করিতে কিন্তু আল্লাহ তোমাকে বাঁচাইয়া ছিলেন। নিশ্চয় তিনি অন্তরের কথা সম্যক অবগত আছেন।

৪৫॥ (সেই কথা স্মরণ কর) যখন তোমরা (রনক্ষেত্রে) পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছিলে, তখন তিনি তোমাদেব চক্ষে তাহাদিগকেও অল্প করিয়া দেখাইয়াছিলেন এবং তাহাদের চক্ষে তোমাদিগকেও অল্প করিয়া দেখাইয়াছিলেন যেন আল্লাহ সেই বিষয় মীমাংসা করিয়া দেন, যাহার করিয়া দেওয়া সাব্যস্ত ছিল। এবং আল্লারই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত করা হইবে। (ক্রমশঃ)

★

॥ হাদীসুল মাহদী ॥

আল্লামা জিল্লুর রহমান

৩০নং মন্তব্য

"হাদীসে আছে হযরত মসিহ, (আঃ) হজ্জ ও ওমরাহ্ করিবেন। আপনাদের মীর্জা সাহেব হজ্জ করেন নাই কেন?

উত্তর

হাদীসের আলোচনায় আমরা ইহার বিস্তৃত উত্তর ও হাদীসের প্রকৃত ব্যাখ্যা দিয়া আসিয়াছি। এখানে শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট হইবে যে উক্ত হাদীসে উম্মতে-মোহাম্মদীয়াতে আগমনকারী মসিহ (আঃ)-এর হজ্জ করিবার কথা নাই; বরং ইস্রায়িলী মসিহ (আঃ)-কে কাশফী অবস্থায় হজ্জ করিতে আঁ-হযরত দেখিয়াছেন।

আর যে-কারণে রসুলে করীম (সাঃ) একবার হজ্জ্ করিতে আসিয়াও ফিরিয়া গিয়াছিলেন, এবং যে-কারণে আঁ-হযরত, (সাঃ) জীবনেও জাকাত আদায় করেন নাই, সেই কারণেই হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) নিজে সশরীরে হজ্জ করিতে পারেন নাই। অবশ্য তাঁহার পক্ষ হইতে 'হজ্জে বদল' করান হইয়াছে।

শরীয়তের সর্তানুসারে যাহার উপর হজ্জ করা ফরজ হয় নাই, তাঁহার উপর হজ্জ না করার জন্য আপত্তি করা মূর্খতা।

৩১নং মন্তব্য

"মীর্জা সাহেবের কল্পিত অর্থ ঠিক হইলে হাদীসের অর্থ এইরূপ হইবে, মীর্জা সাহেব কোরানের এলম প্রচার করিবেন, কিন্তু তাঁহার শিষ্যেরা উহা গ্রহণ করিবে না। এক্ষেত্রে তাঁহার শিষ্যেরা কোরানের এলম্ অগ্রাহ্য করিয়া কাফের হইবে কি না?"

উত্তর

হযরত মসিহ মওউদ, আঃ, উক্ত হাদীসের এই অর্থ করেন নাই যাহা মৌলানা সাহেব "মীর্জা সাহেবের কল্পিত অর্থ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত মসিহ মওউদ আঃ যে-অর্থ করিয়াছেন তাহা আমরা ইতিপূর্বে যথাস্থানে বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি, পাঠক অত্র গ্রন্থের উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় এবং "মাহদী, শব্দের অর্থ ও মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের ধোকা" অধ্যায়ে দেখিতে পাইবেন, হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)—"শিষ্যেরা অগ্রাহ্য করিবে"—এই কথা বলেন নাই। হাদীসেও 'শিষ্যেরা অগ্রাহ্য করিবে'—এ কথা নাই।

৩২নং মন্তব্য

'মীর্জা সাহেব শাহাদতুল কোরানে লিখিয়াছেন, "আমাদের জমাতের অধিকাংশ লোক এখনও কোন যোগ্যতা, সভ্যতা, অন্তরশুদ্ধি, পরহেজগারী এবং পরস্পর লিল্লাহী মহব্বত অর্জ্জন করে নাই" ইত্যাদি।

উত্তর

আফসোস! মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব একটা সাধারণ কথা বুঝিবার বুদ্ধি হইতেও বঞ্চিত রহিয়াছেন, কিংবা বুঝিয়া সুজিয়াও লোকদিগকে ধোকা দিবার প্রচেষ্টায় সমস্ত বুদ্ধি খরচ করিয়া থাকেন।

কোরান শরীফে মোমেনদের সম্বন্ধে বহু জায়গাতে অজস্র প্রসংশা আসিয়াছে:—

اولئك هم المؤمنون حقا

محمد الرسول الله والذين امنوا معه

اشداء على الكفار رحماء بينهم —

"মোহাম্মদ আল্লার রসুল এবং যাহারা তাঁহার সঙ্গে ঈমান আনিয়াছে, তাঁহারা কাফেরদের প্রতি বড় শক্ত ও পরস্পরের মধ্যে বড় দয়ার্দ্রচিত্ত।"

الذين يقاتلون فى سبيل الله كانهم بنيان مرصوص

"যাহারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় সীসা-গলিত প্রাচীরের মত হইয়া জেহাদ করে……"

কোরান শরীফেই আবার সাধারণভাবে মোমেন দিগকে সম্বোধন করিয়া আল্লাহ্‌ তা'লা বিভিন্ন জায়গায় তাহাদের দোষের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون

"হে মোমেনগণ, কেন তোমরা বল যাহা তোমরা কর না"

يا ايها الذين امنوا مالكم اذا قيل لكم انفروا انا قلتم الى الارض

"হে মোমেনগণ তোমাদের কি হইয়াছে, যখন তোমাদিগকে বলা হয়—অভিযান কর, তখন তোমরা পৃথিবীর দিকে ঝুকিয়া পড়।"

এই রকম রসুলে করীম (সাঃ) কতবার বলিয়াছেন—

لو لا قومک حديث عهد بالاسلام

"তোমার এই জাতি যদি নূতন মুসলমান না হইত"

এখন আমরা মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে, যে মোমেনদের এত প্রশংসা আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রসুল বর্ণনা করিয়াছেন সেই মোমেনদিগকে লক্ষ্য করিয়া আবার তাহাদের এত দোষের কথা কেন বর্ণনা করিলেন ?

আপনাদের যে উত্তর আমাদেরও সেই উত্তর।

প্রকৃত কথা,, আল্লাহতালার তরফ হইতে যে-সকল মহাপুরুষ মানুষের সংশোধনের জন্য আবির্ভূত হন, তাহাদের সংশ্রবে আসিয়া এক দিনেই সমস্ত লোক উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছায় না, বরং তাহারা ক্রমশঃ উন্নতি করিতে থাকেন ; আর যতই কেহ উন্নতি করুক না কেন, তাহাদের উন্নতির আরও বাকী থাকে, এবং সকলেই এক সমান উন্নতিও করিতে পারে না। হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অন্যান্য সাহাবীদের তুলনায় অধিক উন্নতি করিয়াছিলেন, এই কথা সকল মুসলমানই স্বীকার করেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র নবীদের জমাতের মধ্যেও দোষ-ত্রুটি বিদ্যমান থাকে, এবং আল্লাহ্‌ নবীদের জন্য নছিহত ও তাম্বি করিবার গুপ্তারেশ থাকে, এবং তাঁহারা সব সময়ই নিজ জমাতকে, শিষ্য মণ্ডলীকে তাম্বি, নছিহত করিয়া থাকেন। পরন্তু এই তাম্বির এই অর্থ নয় যে, নবীর শিষ্য মণ্ডলী নবীর বিরুদ্ধবাদীদের চেয়েও সমাজ হিসাবে নিকৃষ্ট, বরং তাহাদের তাম্বি ও নছিহতের অর্থ শুধু এই যে, নবিগণ যে উচ্চ আদর্শে নিজ জমাতকে গঠন করিতে চান, তাহাদের জন্য এখনও সেই আদর্শের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিবার আরও বাকী আছে। হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর এই প্রকারের তাম্বি ও নছিহতের কথা উল্লেখ করিয়া আহমদী জমাতকে গয়র-আহমদী হইতেও হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা সত্যের অপলাপ।

چہ نسبت خاک را با عالم پاک ع

৩৩নং মন্তব্য

"দ্বিতীয় খলিফার সময় মীর্জায়ীদিগের ৩টি পার্টি হইয়াছে"।

উত্তর

সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। দ্বিতীয় খলিফা হযরত আমীরুল মোমেনীন আয়্যাদাহুল্লাহু বেনাছরিহীল-আজিজের নির্বাচনের সময় মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব কতিপয় অল্প সংখ্যক লোক লইয়া পৃথক হইয়া পড়েন, এবং লাহোরে একটা পৃথক আঞ্জুমন কায়েম করেন।

এই হিসাবে মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেবের আঞ্জুমনের মেম্বরদিগকে আহমদীদের একটা পৃথক পার্টি বলা যাইতে পারে। বাকী যে সমস্ত লোকের কথা মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের কোন পার্টি বা জমাত নাই। কতিপ বিকৃত-মস্তিষ্ক লোকের আবল-তাবল কথাবার্ত্তার দরুন তাহাদিগকে মাজযোব বা পাগল মনে করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ, নবীকুল-শ্রেষ্ঠ হযরত রসুলে করীম (সাঃ) এর পর হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর জমানা হইতে মুসলমানদের মধ্যে যে কত মত-বৈষম্য হইয়া আসিয়াছে, প্রাথমিক মুসলমানদের এই সমস্ত ঐতিহাসিক খবর মৌলানা সাহেবের জানা আছে কি? মৌলানা সাহেব বলিতে পারেন কি, হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত আয়েসা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর মধ্যে 'ছিফ্‌ফীনে' ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল কি-না, আর কেন হইয়াছিল? হযরত আলীকে কোন্ লোক শহীদ করিয়াছিল? হযরত ইমাম হাছান ও হুছাইনকে কে শহীদ করিয়াছিল? মৌলানা সাহেব বলিয়া দিবেন কি—আঁ-হযরত (সাঃ)-এর দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রাঃ) ও তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান জিন্নুরাইন (রাঃ)-কে যে এবং যাহারা শহীদ করিয়াছিল, তাহারা মুসলমানদেরই জামাতের লোক ছিল কি-না?

যদি জগতের শ্রেষ্ঠতম নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ)-এর শিষ্য-মণ্ডলীর মধ্যেই এই রকম মত-বৈষম্য হইতে পারে, মোনাফেক ও বিকৃত স্বভাবের লোকের বিদ্যমানতা অসম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আঁ-হযরতের, (সাঃ) খলিফার জমাত হইতেও যদি দুই চারিটা লোক এই রকম বাহির হইয়া পড়ে, তাহা হইলে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব ইহা দ্বারা কি প্রমাণ করিতে চান? (ক্রমশঃ)

★

॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল ॥

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

দেওয়ের উল্টা বুঝ ঃ

ইদানিং কলিকাতায় বেশ একটি মজার ঘটনা ঘটে গেছে। কর্তৃপক্ষ নিয়মবিরোধী কার্যকলাপের জন্য কয়েকজন ছাত্রের বিরুদ্ধে বহিস্কার আদেশ দেন। এই আদেশ তুলে দেওয়ার জন্য ছাত্রেরা ধর্মঘট সুরু করে। এই ধর্মঘট প্রত্যাহারের জন্য কর্তৃপক্ষ নানাভাবে চেষ্টা করেন। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট কালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রেসিডেন্সী কলেজ বন্ধ করে দেন। এতে ছাত্রেরা আরো ক্ষেপে উঠে এবং বিশ্ব-বিদ্যালয় ও প্রেসিডেন্সী কলেজ খোলার জন্য আরো জোর আন্দোলন সুরু করে।

বিদ্যালয় খোলা রাখতে হবে এবং ধর্মঘট পালন করে ছাত্রেরা যাবে না এবং লেখাপড়া হবে না। কর্তৃপক্ষ ওসব বন্ধ করে দিলেও লেখাপড়া হবে না। তবে সেটা ত ছাত্রদের ইচ্ছামত হলো না। তাই আন্দোলন বিদ্যালয় খোলার জন্য। অর্থাৎ ছাত্রদের খেয়াল খুশী মতই সব হতে হবে। সে খেয়াল খুশীটা প্রায়ই দেখা যাচ্ছে কর্তৃপক্ষের বিধি বিধানের বিপরীতমুখী।

আমাদের দেশে একটি কথা আছে—'দেওয়ের উল্টা বুঝ'। আমাদের ছাত্রদের মধ্যে যে দেওয়ের উল্টা বুঝ দ্রুতগতিতে প্রবেশ করছে। এতে জাতির ভবিষ্যত কি দাঁড়াবে তা' ভেবে দেখবার সময় চলে যাচ্ছে। দেও-দানবদের দ্বারা কোন মহান জাতি গড়ে উঠেছে বলে ত ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আমাদের ছাত্রসমাজ ইহা যত শীঘ্র হৃদয়ঙ্গম করবে ততই জাতির জন্য মংগলের হবে। পাকিস্তান ইসলামের নামে জন্ম নিয়েছে। সুতরাং এ দেশের ছাত্ররা ইসলামের সাথে যতই নিবিড় পরিচয় লাভ করবে ততই তাদের ভাবধারা হতে দৈত্য দানবরা বিদায় নিবে।

সমতার চেয়ে মমতার প্রয়োজন বেশী ঃ

মস্কো হতে সম্প্রতি একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। একটি পত্রিকায় সোভিয়েট মহিলাদের সংগে ভাল ব্যবহারের জন্য আবেদন জানান হয়েছে।

পত্রিকাটিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে, মহিলাদের অত্যাধিক শ্রম করতে হয়। মহিলারা বলে যে, তাদের প্রতি কোনরূপ বিশেষ সৌজন্য প্রকাশ করা হয় না।

'ভেচার নয়া মস্কোভা' পত্রিকায় লিখিত নিবন্ধে বলা হয় যে, মহিলাদের সংগেও পুরুষদের মন ব্যবহার করতে হবে।

নিবন্ধকার নেমতসভ একটি কারখানা পরিদর্শনের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, মহিলাদের ভারী বোঝা ও শক্ত সমর্থ যুবকদের তিনি হালকা বোঝা বহন করতে দেখেছেন।

তিনি ব্যবস্থাপনার ত্রুটি উল্লেখ করে বলেন যে, এরা মহিলাদের শারিরীক গঠনের কথা মোটেই বিবেচনা করে না। তিনি কোন কোন পরিবারে ছেলে ও মেয়েদের একই প্রথায় গড়ে তোলার নিন্দে করেন।

যারা নারী পুরুষের সব বিষয়ে সমতার জন্য আন্দোলন করে থাকেন তারা প্রকৃতির সৃষ্টি বৈচিত্র্যকে বুঝেন না বা অযথা অস্বীকার করেন। নারী পুরুষের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে সমতা আনতে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই মমতার মৃত্যু ঘটবে এবং সামাজিক জীবনে জটিলতা অনেক বেড়ে যাবে। বরং প্রকৃতি নারী বা পুরুষ যাকে যেরূপ স্থান দিয়েছে, সামাজিক জীবনেও আমাদের তাই স্বীকার করে নিতে হবে। তাতেই সমাজ ব্যবস্থা দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত হবে! ইসলামের শিক্ষাও

তাই। কোন কোন ক্ষেত্রে নারী পুরুষের চেয়ে বড়, কোন কোন ক্ষেত্রে উভয়েই সমান আবার কোথাও পুরুষ বড়। তাই ইসলাম স্বামীকে স্ত্রীর উপরে যেমন প্রাধান্য দিয়েছে তেমনি তার উপরে মোহরানা দেওয়ার ফরজ করেছে। আবার মায়ের পদতলে বেহেশ্‌ত বলে ঘোষণা করেছে। তা'ছাড়া সমতার চুলচেরা হিসাবে না দিয়ে ভক্তিশ্রদ্ধা, মায়া-মহব্বত, প্রেম-ভালবাসা, স্নেহ-মমতার ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপর জোর দিয়েছে।

অন্তর মুখী ঃ

[সবাইর জন্ত হলেও বিশেষভাবে মোমেনদের লক্ষ্য করে লিখিত। কোরানুল করীম মানুষকে মোটামুটি কাফের, মোনাফেকও মোমেন এই তিনভাগে ভাগ করেছে। কাফেরগণ সত্যকে অস্বীকার করার নীতি অনুসরণ করে। মোনাফেকগণ জেনেশুনে সত্যের আড়ালে থেকে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সুবিধাবাদি নীতি গ্রহণ করে। মোমেনগণ দিল দিয়ে সত্যকে বিশ্বাস করেন, মুখ দিয়ে তা' প্রকাশ করেন আর আমল দিয়ে 'সত্যকে ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেন। ঐ সংগ্রামের মধ্যে কোথাও এতটুকুন ফাঁক থাকলেই রুহানী জীবনে যে ফাঁক পড়ে যায়।]

এলো খুশীর ঈদ ঃ

দীর্ঘ একমাস সিয়ামের সাধনার পর ঈদ আসে। ঈদ আসে সমগ্র মোসলেম জাহানের জন্য। যারা রোযা রাখতে সমর্থ হয়েছেন আর যারা রোগ, সফর, বার্ধক্য জনিত বা অন্য কোন কারণে রোযা রাখতে পারেন নি তাদের জন্যও। সংযমের সাধনায় উত্তীর্ণ হওয়ার বিজয়ের আনন্দই হলো মোমেনের ঈদের খুশীর উৎস। এই আনন্দ হতে যাতে কেউ বঞ্চিত না হয় সে জন্য ফিতরানা আদায় করতে হয়েছে সবাইকে।

ঈদের দিনের অবসানের সাথে সাথে আনন্দের বিদায় দিয়ে সব ভুলে গেলে বড় ভুল করা হবে। মোমেন জীবন সংগ্রামের প্রতিক্ষেত্র আল্লাহ্‌র ও রসুলের নাম নিয়ে এগিয়ে যাবেন। নৈরাশ্য তাকে কোথাও কর্মবিমুখ করবে না। তা'ছাড়া সামাজিক জীবনের সব পংকিলতা যেমন স্বাস্থ্যহীনতা, অশিক্ষা, দারিদ্র, খাদ্যাভাব দুর করে সবাইর মুখে হাসি ফুটাবার জন্য যে সারা বৎসর ধরে তৎপর হবে। তা' হলেই সবাই যে ঈদের আনন্দ উপভোগ করবে। এবং এই আনন্দের হিস্যা ছড়িয়ে দিবেন চারিদিকে। অর্থাৎ সামগ্রিক ও ব্যক্তিগত ঈদে মোমেন সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। কারণ তা' হলে যে তাকে সুবিধাবাদিদের দলেই ভর্তি হতে হয়।

★

॥ বর্তমান সমাজ ও পবিত্র কোরান ॥

গোলাম আম্বিয়া

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ধর্মীয় মূল্যবোধ সমাজে ব্যাপক ভাবে হ্রাস পাইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা সমগ্র জাতিকে ঘুনে ধরার ন্যায় জর্জ্জরিত করিয়াছে। সেই দিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রি প্রাপ্ত জনৈক ব্যক্তির সথে আলাপ হইল! তাহার মতে কোরআনের শিক্ষা এই যুগে চলিতে পারে না! কথা প্রসঙ্গে জানা গেল, ভদ্র লোক পবিত্র কোরআনের গোটা কয়েক সুরাহ্ ছাড়া সমগ্র কোরআন পাঠই করেন নি। আর যে কয়টি সুরা পাঠ করিয়াছেন, উহাদের সব কয়টির অর্থও তাহার জানা নাই। কোন বিষয় বুঝিয়া পালন করা এবং ফল দেখিয়া উহার বিচার সম্ভব। নচেৎ ইহা যেন রসগোল্লা, না জানিয়া বা না খাইয়া রসগোল্লার বিরুদ্ধ সমালোচনা। শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে কিরূপ মূর্খ মন্তব্য! তবে তাহার এই ধরণের মন্তব্যে আশ্চয্য হওয়ার কিছু নাই। কারণ পবিত্র কোরআন এবং হজরত রসুল করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে সমগ্র খ্রীষ্টান জগত যে হীন প্রচার না চালাইয়াছে, মুসলমানদের পক্ষ হইতে ঐক্যবদ্ধভাবে তাহার যথার্থ কোন উত্তরই দেওয়া হয় নাই। ইসলাম ও কোরআনের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টান জগত কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে লক্ষ লক্ষ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছে। ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য পৃথিবীর নিভৃত পল্লী পর্যন্ত তাহারা মিলন কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু পবিত্র কোরআনের মাহাত্ম্য এবং হযরত রসুলে করীম(সাঃ)-এর মর্যাদা প্রচারের জন্য বিশ্ব-মুসলিমের পক্ষ হইতে আজ কোন প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে না। মুষ্টিমের আহমদী—সম্প্রদায় কেবল আজ কোরআন ও হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর মর্যাদা প্রচারের কাজে লিপ্ত। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় জামাতের প্রচেষ্টা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। জগতব্যাপী আহমদী জামাতের স্বল্প সংখ্যক প্রচারকদের প্রচেষ্টার ফলে পাশ্চাত্য জগতের কেন্দ্রগুলি হইতে প্রত্যহ পাঁচবার 'আল্লাহু আকবর' আজানের ধ্বনি উত্থিত হইতেছে এবং শত শত বিজাতি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর দাসত্বে আবদ্ধ হইয়া ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সমবেত হইতেছেন।

আহমদী সম্প্রদায়ের বর্তমান খলিফা কিছু দিন পূর্বে জমাতের আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে সকলকে পবিত্র কোরআন নিয়মিত ভাবে পাঠ এবং উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন। খোদার ফজলে আহমদী জামাত এই দিক দিয়া মোটেই পিছাইয়া নাই। খলিফার আহ্বানে গৃহে গৃহে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সমগ্র জামাত কোরআনকে জানার এক মহান ব্রত গ্রহণ করিয়াছে।

দেশের অন্যান্য মুসলিম ভাইগণও পবিত্র কোরআনকে জানার জন্য এবং উহার মর্যাদা বিশ্ব-ময় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আগাইয়া আসিবে বলে আমরা আশা করি।

পবিত্র কোরআনের শিক্ষা পালনের মধ্যেমেই আজ কেবল সমস্যা সঙ্কুল বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

বর্তমানে তাসখন্দ চুক্তির ফলে আমরা অশান্ত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে মীমাংসার জন্য শান্ত কক্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়াছি। আঁ-হযরত (সাঃ) অস্ত্রের জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্তনকেও বড় জেহাদ বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'রাজানা মিনাল জিহাদিল আসগারে ইলাল জিহাদিল আকবার।' (দুরুল মুখতার, জি—৩, ২৩৫ পৃঃ)। অতএব আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ইরশাদ মোতাবেক বিগত পাক-ভারত যুদ্ধের পর আমরা জেহাদে আসগর বা ক্ষুদ্র জেহাদ হইতে জেহাদে আকবর বা বৃহত্তর জেহাদে প্রত্যাবর্তন করিয়াছি। এখন আমাদের একমাত্র কর্তব্য হইবে নবী করিম (সঃ) বর্ণিত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর জামাতে দাখিল হইয়া জেহাদে আকবর এ জেহাদে বার জন আত্মনিয়োগ করা।

আসুন, হে পাকিস্তানের বীর মোজাহিদ ভ্রাতৃবৃন্দ! রহমতুল্লিল আলামীন (সাঃ)-এর নির্দেশিত পথে জীবনকে পরিচালিত করিয়া আগুন হইতে নিজকে ও ভবিষ্যৎ বংশধরকে রক্ষা করি।

॥ সুমতি হউক ॥

মুহম্মদ আতাউর রহমান

মানবজাতির কল্যাণের জন্য বিশ্বে ইস্‌লাম প্রচার অত্যন্ত জরুরী। শতাব্দী ধরিয়া মুসলমানগণ এই কাজে উদাসীন ছিল। করুণাময় আল্লাহ আপন করুণায় এই জাতির মধ্যে এক মহামানব পাঠাইয়া তাঁহার পবিত্র ধর্ম পৃথিবীতে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে চান! এই মহান নেতা অঙ্গীকার করিয়াছেন—"আমি তোমার প্রচার দুনিয়ার কোনায় কোনায় সম্পাদন করিব।"

মানব মরণশীল। তিনি আমাদের নিকট চিরকাল সশরীরে থাকিয়া নির্দ্দেশ দিতে পারেন না। তাঁহার আরব্ধ সংগ্রাম বিপুল সংগ্রাম। পৃথিবীর ম্যাপ বাহির করিয়া দেখুন কত দেশ, কত দ্বীপ, কত নদী সাগর। এই সংগ্রামের ফ্রন্ট সর্বত্র। কিন্তু এখন তাঁহার অবর্তমানে কে নির্দ্দেশ দিবেন? কে আল্লাহ্‌র প্লেন বাস্তবায়ন করার কঠিন সংগ্রামের সুসমাপ্তি ঘটাইবেন? "আল্-ওসিয়ত" পাঠ করিয়া বলিবেন: আন্‌জুমন্। হাঁ, আন্‌জুমন্। তবে আন্‌জুমন একজন মানুষ নহে। কত জন মানুষ নিয়া আন্‌জুমন্। এখন ধরুণ, আন্‌জুমনের সকলেই নির্দেশ দিতে চায়; আমেরিকা হইতে টেলিগ্রাম আসিল "সদর আন্‌জুমনে আহমদীয়া—আমেরিকা-বাসীগণের অনুরোধ—ইস্‌লাম প্রচারক পাঠান—বিষয় জরুরী।" এইরূপে আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, জার্ম্মানী, ফ্রান্স স্পেন, ইটালী প্রভৃতি দেশ হইতে তার এবং ট্রাঙ্ককল মারফৎ আবেদন আসিতে লাগিল। কোন্ দেশের আবেদন অগ্রগন্য এবং কাহাকে কোথায় পাঠান যায়, ইহা ঠিক করিবার জন্য আন্‌জুমনের মেম্বারগণকে জরুরী সভায় আহ্বান করা হইল। ধরুণ নানাকারণে ২৫% উপস্থিত হইতে পারিলেন না, উপস্থিত ৭৫% এর মধ্যেও আলোচ্য বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিল।

এখন বলুন, এ মত বিরোধের কিরূপে মীমাংসা হয়? এবং কে দ্রুত এই মীমাংসা করে? অথবা এই মতবিরোধ বিষয়ে ইস্‌লাম প্রচারকের কাজ কিছুদিন মুলতবী থাকুক; কেন্দ্রে এরূপ শৈথিল্য বিধায় কি ঐ সকল দেশে ইসলামের প্রতি মারাত্মক প্রতিক্রিয়া—দেখা দিবে না?

কাজেই ইস্‌লামের অগ্রগতির স্বার্থে একজন নেতার দরকার, যাহার নির্দেশ আন্‌জুমনকেও মান্য করিতে হইবে। এই নেতাই খলিফা। খলিফাগণ মস্তিষ্ক; আন্‌জুমন্ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একযোগে কাজ করিলে মানুষ সুস্থ, অন্যথায় মানুষ অসুস্থ। অসুস্থ মানুষ জীবন সংগ্রামে টিকিতে পারে না। খলিফাহীন আন্‌জুমনও পৃথিবীর বিপুল সংগ্রামে টিকিতে পারে না। কাজেই জাতির জন্য খলিফা কল্যাণের কেন্দ্র। এই কল্যাণের জন্য অর্থাৎ খেলাফতের জন্য হাজার হাজার মুসলমান এই উপ-মহাদেশেই অন্ধকার কারাগারের দুঃখ-কষ্ট, এবং লাঞ্ছনা বরণ করিয়াছে। যদি ইহা এক নগণ্য জিনিস হইত, তবে কোন্ বোকা ইহার জন্য এত বিপদ বরণ করিত?

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, লাহোরের এক খানা উর্দ্দু সাপ্তাহিক আমাদের খেলাফৎকে অগ্রাহ্য করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছেন। হযরত খলিফাতুল মসিহ সানি (রাঃ) আমাদর খেলাফতের জন্য বড় যত্নশীল ছিলেন। পোপ কর্তৃক পরিচালিত খৃষ্টান মিশনারী সংস্থার ব্যাপকত্ব, স্থিতিশীলতা এবং ত্যাগ সর্বজন বিদিত। আমাদের খেলাফৎ সংক্রান্ত ব্যাপারে সংস্থার ঐগুলি লক্ষ্য করিয়া উহার উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং উাহাদের নির্ব্বাচন নীতি ও অনুসন্ধানের উপযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু উর্দ্দু সাপ্তাহিকটী তাড়ৎ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন যে, পোপ সংস্থার

উল্লেখ করাতে আমাদের খেলাফৎ "পোপ কি শকল কি খেলাফৎ" হইয়া গিয়াছে। হে লেখনী! এত জলদ বাজী করিও না। আল্লাহ্‌কে ভয় কর। এই খেলফতে আল্লাহ্ কাহাকে বসাইয়াছেন এবং বসাইবেন তিনি জানেন। এই খেলাফতে হাজীউল হারামাইন হাফিজুল কোরআন আল্লামা নুরুদ্দীন (রাঃ)-কে বসাইয়া ছিলেন এবং তাঁহাকে ত তোমরা মান্য কর বলিয়া দাবী কর। এখন তোমরা মসাসিলত্ বা সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যে মানসিকতার পরিচয় দিতেছ তাহাতে তাঁহাকে অর্থাৎ আউওয়াল (রাঃ)-কে কোথায় রাখিলে? আলিফ হইতে ইয়া পর্যন্ত কোন্ ব্যক্তি খেলাফতে বসিবেন সে বিচার এবং খেলাফত নিয়া লঘু চর্চা এক নহে। বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে এই খেলাফতই শয়তানের সংগে শেষ সংগ্রাম করিবে, দাজ্জালকে সর্বত্র কলমা পড়াইয়া মুমিন বানাইবে, দুনিয়ার জাহান্নামী আগুণ নিবাইয়া দিবে। আল্লাহ্ তা'লার রাজত্ব কায়েম করিবে।

ইউরোপ যাত্রা কালে জাহাজে পরোগোকগত পণ্ডিত হর প্রসাদ শাস্ত্রী এবং এক পাদ্‌রী ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হন। পাদরী বলিলেন—যিশু মানবের সকল পাপ নিজ স্কন্ধে লইয়াছেন। শাস্ত্রী তাহাকে জিজ্ঞসা করিলেন—তোমরা ত যীশু বিশ্বাসী, তবে তোমাদের মধ্যে এত বাদ—বিসংবাদী, মদ—মাতাল এবং লম্পট কেন? পাদ্‌রী বলিলেন, শয়তানের কাণ্ড এবং যীশু দ্বিতীয় বার আসিলে শয়তানকে বন্ধ (কয়েদ) করিবেন। খৃষ্টান জগতের ইহাই সাধারণ বিশ্বাস। আজ অত্যন্ত জরুরী যে, খৃষ্টান জগতের মসিহ মওউদ (আঃ)-এর আগমন এবং ইসলামের সৌন্দর্য প্রচার করা। এই খেলাফৎ এই মহান দায়ীত্ব সম্পাদনে ব্যাপৃত। প্রত্যেক মানব দরদী মুসলমানদের কর্তব্য নিজ জাতীকে মসিহ মওউদ (আঃ)-কে গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং তৎপরে কিংবা একই সঙ্গে অন্যান্য জাতিগুলিকে এদিকে আকৃষ্ট করা।

মোট কথা, এই খেলাফৎ ধ্বংস করার জন্য লেখনী ধারণ আর নিজের ধ্বংস ডাকিয়া আনা ইহা কি কথা! ইহা ঘোষণা করা কর্তব্য যে, এই খেলাফৎ বৃক্ষ শিকড় সেই পাথর হইতে রস গ্রহণ করে, যে পাথরের উল্লেখ বাইবেলেও আছে। এই পাথরে যে আঘাত করিবে সে নিজে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে কিন্তু পাথর অটুটই থাকিবে।

আমাদের এক মহামানব আদর্শ নেতা এই জড়বাদ প্রধান্য জগতে আমরা আদর্শ মুসলমান বলিয়া দাবী করি কিন্তু কি আশ্চর্য একই মহান আদর্শের দাবীদার এই উর্দ্দু সাপ্তাহিক এই ভাবে কাদা ছুড়াছুড়িতে মাতিয়াছে। তাতে কে লাভবান হইতেছে? লাভবান হইতেছে এক তৃতীয় পক্ষ। আজ মানব জাতি ইসলামের দিকে, শান্তির দিকে দৌড়াইয়া আসিতে চায় কিন্তু আমরা এরূপ কোন্দলে লিপ্ত থাকিলে তাহারা ধর্মহীনতার দিকেই ফিরিবে। দেখুন, মৌলভীগণের ভয়ে মুসলমান আহমদীয়তের দিকে অগ্রসর হইতে ভাবা চিন্তা। ইহার পরিনাম কি হইয়াছে? লোক যাহারা কর্ম চঞ্চল তাহারা রাজনীতির ময়দানে, দর্শনিকের ময়দানে এমনকি কমিউনিজমের ময়দানে ভিড় জমাইতেছে। মার্কস, এনজেল, লেনিনকে মাথায় তুলিয়া লইতেছে, তাহার ধর্মকে আপদ অথবা অনাবশ্যক মনে করিতেছে। মোটকথা, এই উর্দ্দু সাপ্তাহিকের কাদা ছুড়াছুড়ি বন্ধ হউক, সুমতি হউক, ইহাই প্রাণের কামনা।

মিসাল বা সাদৃশ্য সম্বন্ধে ভুল বুঝাবুঝি এবং খেলাফতের কল্যাণ সম্বন্ধে ইন্‌শাল্লাহ আমি বারান্তরে আরও কিঞ্চিৎ পেশ করিব।

★

॥ আজ্ঞানুবর্তিতা ॥

মকবুল আহমদ খান, বি এ, (অনার্স)।

বিধির বিধান পালনের মাধ্যমে সৃষ্টির প্রবাহ চলে এসেছে! তাই প্রাকৃতিক নিয়মের অনুগমনই সৃষ্ট জীবের সহজাত প্রবৃত্তি। প্রকৃতির নিয়ম কানুনই তাদের জীবনকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। বিধি-বিধানের পূর্ণ-অনুগমন করেই তারা বেঁচে থাকে। তবে মানুষ তার জ্ঞান, বুদ্ধি ও চিন্তা দ্বারা প্রকৃতির নিয়ম কানুনকে আংশিক বশে এনে, প্রকৃতির দানকে নিজের সুখ-সুবিধার উপযোগী করে ব্যবহার করতে পারে। প্রকৃতির উপর তার এই প্রাধান্য তার মনে একটা অহমিকা ও অহঙ্কারের সৃষ্টি করে। এই অহমিকা কখনও সীমা ছাড়ায়ে যায় এবং মানুষ সৃষ্টির উপর তার আংশিক কর্তৃত্বকে নিজের বাহাদুরী মনে করতঃ সৃষ্টি-কার্তর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এমনকি তাঁকে অস্বীকার করার মত দুঃসাহসও সময় সময় তার মনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। আপ্‌সোস্, সে ভুলে যায় যে সৃষ্টি কর্তাই তাকে অন্যান্য সৃষ্টির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে তাকে "আশরাফুল মকলুকাৎ" অর্থাৎ "সৃষ্টির প্রধান" উপাধি দিয়েছেন। তাই সৃষ্টির উপর মানবের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব সৃষ্টিকর্তারই পরিকল্পিত দান বিশেষ। এজন্য মানবের উচিত ছিল সৃষ্টিকর্তার নিকট নতজানু হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় মানুষ যুগে যুগে অস্বীকৃতি ও অকৃতজ্ঞতার পথকে বেছে নিয়ে অহমিকার ভ্রমে পতিত হয়ে এসেছে। সৃষ্টিকর্তার দেওয়া প্রাধান্যকে সৃষ্টিকর্তারই বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে সে সর্বদাই প্রয়াসী হয়েছে। মহান স্রষ্টা তার সব সৃষ্টিকেই মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন—"আমি সবকিছু মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছি" (কোরআন)। অথচ মানুষ মনে করে এ "সুন্দর ভুবন" আপনা থেকেই তার বশে এসেছে বা আসছে। এতে তার জন্মগত অধিকার ও প্রাধান্য আছে; এর মূলে স্রষ্টার কোন কার্যকরী পরিকল্পনা নাই। আপসোস্, স্রষ্টার দান পেয়ে, সেই দয়াল-দাতাকেই ভুলে যাই আমরা।

আমরা ভুলে যাই, কি অসহায় অবস্থায় ভূপৃষ্ঠে আমাদের আগমন হয়। মাতাপিতার দয়া ও করুণার উপর তখন নির্ভর করে আমাদের অস্তিত্ব, সুখ ও সাচ্ছন্দ্য। তাঁদের আদেশ নিষেধ প্রতিপালনের মধ্যে তখন আমাদের মঙ্গল থাকে নিহিত। পরবর্তী জীবনে স্বাবলম্বী হওয়ার সাথে সাথে পূর্বকালীন অসহায়তা ও পরনির্ভরশীলতার কথা আমাদের মন হতে ধীরে ধীরে মুছে যায়। অনেক সময় দেখা যায়, বয়োবৃদ্ধির সাথে মাতাপিতার প্রতি কোন কোন লোকের ভক্তি বা আকর্ষণ থাকে না। এমন ও লক্ষিত হয় যে, মাতা-পিতার সাথে সে শত্রুতায় লিপ্ত হয়। এ উদাহরণ হতেই আমরা সহজে বুঝতে পারি কিভাবে আমরা আমাদের অন্তরস্থ প্রভু, আমাদের সৃষ্টিকর্তা হতে নিজকে সরায়ে ফেলি। অসহায় অবস্থায় তাঁর শরণাপন্ন হওয়ার যে প্রবৃত্তি হৃদয়ে সবাই অনুভব করি, বিপন্মুক্ত অবস্থায় সেটা সম্পূর্ণ ভুলে যাই। প্রাচুর্য, প্রভাব, প্রতিপত্তি, দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা, কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য মানুষকে তার সৃষ্টি কেন্দ্র হতে বিচ্যুত করে ফেলতে চায়। এগুলি হতে যদি সে ক্রমে বঞ্চিত হয়, তখন সে অন্তরে বিরাট অভাব অনুভব করে এবং তখনই শুধু সে ভাবতে পারে যে, এগুলি তার জন্মগতও নয়, নিজস্ব ও নয়। এগুলি যেন কারো দান। কে যেন খুসীমত দেয় এবং খুসীমত ছিনিয়েও নেয়।

এই অনুভূতি হৃদয়ে জাগ্রত হলে, তার প্রাণে যে ভাব উদিত হয়, কবির ভাষায় তা এই ঃ—

'হাস্য যেথায় ছড়ায়ে দিয়েছ,
সেথা তোমা সবে গেছে ভুলি,
অশ্রু-বন্যা যেথা বহায়েছ,
তোমা নিয়ে সেথা কোলাকুলি।'

মোটের উপর, মানুষ অনিশ্চয়তার অন্ধকারে দিন কাটায়। তার কৌশল-প্রকৌশল, তার জ্ঞান-বিজ্ঞান তার জীবনকে নিশ্চয়তার স্তরে পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি। তার অগ্রগতি তাকে রহস্যের বেড়াজাল থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম হয়নি। সে জ্ঞান-বিজ্ঞানে যতই পূর্ণতা অর্জ্জন করে অপূর্ণতার অনুভূতি তার কাছে ততই প্রতিভাত হতে থাকে।

অহমিকা ও আমিত্বের মোহ কেটে গেলে, মানুষ তার সীমাবদ্ধতা গভীরভাবে অনুভব করতে পারে। অতএব পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার অধিকারী প্রভুর কাছে নতি স্বীকারেই তার প্রকৃত মঙ্গল। প্রকৃত ধর্ম মানুষকে তার সৃষ্টি-

কর্তার কাছে শান্তিময় নতি স্বীকারের পথ প্রদর্শন করে। আমাদের ধর্ম "ইসলাম" এই নতি স্বীকারের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নিজ নামাকরণের মাধ্যমেই বহণ করে।

খোদাওন্দ করিম, হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে ফেরেস্তাগণকে আদেশ করলেন,—"তাঁর কাছে নতি স্বীকার কর।" কেননা তিনি খোদার প্রতিনিধি ও অধিক জ্ঞানী; ফেরেস্তারা তাঁর কাছে নতি স্বীকার করলেন। কিন্তু তিনি যখন ইবলীস্‌কে আদেশ করলেন,—"আদমের কাছে নতি স্বীকার কর।" তখন ইবলীস নতি স্বীকারে অস্বীকৃত হল, এবং বল্ল, "আমি আগুনের তৈরি আর আদম মাটির তৈরি। আগুন মাটি হতে শ্রেষ্ঠ। অতএব আমিও আদম হতে শ্রেষ্ঠ।"

আগুন মাটী হতে শ্রেষ্ঠ-একথায় মাঝে স্পষ্ট সত্য কিছু নাই। এ শুধু অহমিকার প্রকাশ। কেননা মাটী ও আগুন উভয়ই মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয়। মাটীই বরং অগ্নি হতে অধিক প্রয়োজনীয়। মাটীতেই জীবনের বীজ অঙ্কুরিত হয়; অগ্নিতে নয়। অতএব অলীক অহমিকাই ইব্‌লিসের পতনের এবং অভিসম্পাতের কারণ হল।

এই ক্ষুদ্র গল্পের মধ্যে নিগূঢ়তত্ব বর্ণিত হয়েছে। এবং বুঝানো হয়েছে যে, সৃষ্টির ইতিহাসে বিধি-বিধানের অনুগমন ও অনুসরণ একটা প্রয়োজনীয় গুণ। এতে এও বুঝানো হয়েছে যে, সদাজ্ঞার বিরোধিতা করার মাঝে বিপ্লবের, অভিশাপের ও বিনাশের বীজ থাকে। আল্লাহতালা অনুগ্রহ করে মানুষকে "স্বাধীন ইচ্ছা" প্রদান করেছেন, যা তিনি আর কোন জীবকে দেন নাই। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথেই এ স্বাধীন ইচ্ছা প্রবল হতে থাকে। স্বাধীন ইচ্ছা যতই প্রবল হতে থাকে স্বকীয়ত্ব ততই বাড়তে থাকে। অসহায়তার অবস্থা কাটায়ে উঠার দরুণ স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বকীয়ত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়; পরে লাগামছাড়া হয়ে গেলে আমিত্বও অহমিকা এত প্রবল হয় যে, ঐশী নিয়ম কানুনেরও আদেশ আজ্ঞার বিরোধিতা করার প্রবৃত্তি পর্যন্ত মনে প্রবিষ্ট হতে থাকে। যতক্ষণ এ "স্বাধীন ইচ্ছা" নদীর তীর বেয়ে প্রবাহিত হয়, ততক্ষণ এটা ফলপ্রসূ হয়। তা দ্বারা জীবনের ফসল ফলানো যায়। কিন্তু যখন এ স্বাধীন ইচ্ছা বিপদ-সীমা লঙ্ঘন করে বন্যা প্রবাহের রূপ ধারণ করে এবং দুকুল ছাপিয়ে তীর বেগে ধাবিত হয়, তখন পরিণাম হয়ে উঠে ভয়াবহ। জীবণের সব ফল-ফসল ধ্বংস করে এ বন্যা তখন অশেষ দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয়ে উঠে।

কেউ কেউ বলেন "স্বাধীন ইচ্ছা" যখন আছে, স্বাধীনভাবে তা ব্যবহারে আপত্তি কি? উত্তরে বলা যায়, ইচ্ছা করেই ত লোকে চুরি করে, ডাকাতি করে বা জঘন্য খুন-খারাবি করে। আমরা তা সমর্থন করতে পারি কি? জীবন যদি অর্থহীন ও উদ্দেশ্য হীন হত, তবে হয়ত স্বাধীন ইচ্ছার এরূপ ব্যবহার অনুমোদন করা যেত। মৃত্যুতে যদি সব কিছুর ইতি হত, তবে উদ্দেশ্যহীন জীবন যাত্রা না হয় মেনে নিতাম—"নপদ যা পাও, হাত পেতে নাও, বাকীর খাতায় শূন্য থাক, দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে, মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।" কিন্তু আমাদের এ জীবন ত এক গতিশীল অফুরন্ত জীবনের পথে একটি পদক্ষেপ মাত্র। এ পদক্ষেপ আমাদের গর্তেও ফেলতে পারে। আবার অনবদ্য অফুরন্ত জীবনের কুসুমাস্তীর্ণ পথেও নিয়ে যেতে পারে। অতএব "স্বাধীন ইচ্ছার" সদ্ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। মনে করুন, আমার ছেলে আমার কাছ থেকে একটি কলমের মূল্য বাবদ একটি টাকা চেয়ে নিল। সে বাজারে গিয়ে যদি কলা দেখে কলমের কথা ভুলে যায়, এবং লোভে পড়ে কলা নিয়ে খেয়ে ফেলে, তখন কি আমি বলব না য, আমার পয়সাটা সে নষ্ট করেছে। খাওয়া দ্বারা পয়সাটি সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নি বটে, তবুও পয়সাটা সঠিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়নি বলে, আমি রুষ্ট হব এবং ছেলেকে কম বেশী শাস্তি দেব।

আমি পয়সা দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছেলের কিছু কেনার মূলধন ছিল না। আমার দেওয়া পয়সা তার মূল ধন হল। অপপ্রয়োগ এ মূলধনের উদ্দেশ্যটা ব্যর্থ করে দিল। তাই সে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। এম্নি করে খোদার অনুগ্রহের দান "এই স্বাধীন ইচ্ছা" ও একটা বিরাট মূলধন। এর অপপ্রয়োগ দাতাকে রুষ্ট না করে পারে না। অতএব তার আদেশ নিষেধ মান্য করে তাঁর মনস্তুষ্টি কুড়ানোই বুদ্ধিমানও ঈমানদারের কাজ।"

(ক্রমশঃ)

॥ একটি বিশেষ ঘোষণা ॥

প্রদেশের জামাত সমূহের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, ওয়াকফে জদীদের মোয়াল্লেম নিয়োগের জন্য জীবন উৎসর্গকারী আহমদীদের নিকট হইতে দরখস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। মনোনীত প্রার্থীগণকে এক বৎসরকাল ট্রেনিং গ্রহণ করিতে হইবে। ট্রেনিং সমাপনান্তে কৃতকার্য প্রার্থীদিগকে বিভিন্ন জামাতে নিযুক্ত করা হইবে।

এই প্রসঙ্গে ১৯৬৬ সনের ৭ই অক্টোবরে রাবওয়াতে হযরত আমিরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসিহ সালেস আয়েদাল্লাহুতায়ালা বেনাসরিল আজিজ কতৃক প্রদত্ত বক্তৃতার আংশিক উদ্ধৃতি দেওয়া গেল।

"আমার দাবী হইতেছে যে, ১৯৬৭ সনের জানুয়ারী হইতে ওয়াকফে জদীদের যে নতুন তরবিয়তি ক্লাস আরম্ভ হইতেছে, তাহাতে ন্যূনকল্পে একশত জন জীবন উৎসর্গকারীর প্রয়োজন। যদি জামাত আমার দাবী পূরণ করিয়া দেয়, তথাপিও আমাকে এক বৎসরকাল অপেক্ষা করিতে হইবে। কারণ ক্লাসের পাঠ্যতালিকা এক বৎসরের। যাহারা নূতন যোগদান করিবেন, তাঁহাদিগকে এক বৎসরকাল শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

শিক্ষাগ্রহনান্তে পরীক্ষায় যদি সকলেই কৃতকার্য্য হন, তবে এক বৎসর পরই এই নূতন একশত জনের দ্বারা আমি জামাতের শিক্ষা গ্রহণের কার্য লইতে পারিব। যাহা হোক, যদি এই নূতন জীবন উৎসর্গকারী একশত জন শিক্ষা সমাপনান্তে কৃতকার্যতা লাভ করিয়া বাহির হইয়া আসেন, তবে এই প্রবোধ ও সান্ত্বনা লাভ করিব যে, অন্ততঃ এক বৎসর পরে একশত নূতন জামাতে ওয়াকফে জদীদের নতুন জীবন উৎসর্গকারী আগমন করিবেন এবং তথায় তাহারা স্থায়ীভাবে থাকিবেন। আমি আরও এক বৎসরকাল অপেক্ষা করিব এবং এই এক বৎসর অস্থায়ী ওয়াকেফীনদের ব্যবস্থাপনায় অবসাদগ্রস্ত জামাত সমূহকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতে থাকিব। এবং যখন ওয়াকেফিন (জীবন উৎসর্গকারী) স্থায়ী জামাত সমূহে যাইয়া পৌঁছিবেন তখন তাঁহারা কোরআনের শিক্ষা দান, জামাতের শিক্ষা-দীক্ষা ও অপরাপর দায়ীত্ব সমূহ পালন করিতে থাকিবেন। এই উপায়ে জামাত সমূহ সতর্ক ও জাগ্রত হইয়া পড়িবে এবং ইহাতে এক নতুন জীবন সঞ্চারিত হইবে। কিন্তু পূর্ব নিয়ম অনুযায়ী ইহাতে যদি প্রতি বৎসর মাত্র দশজন হিসাবে বৃদ্ধি করা হয়, তবে তাহা আমার জন্য যথেষ্ট হইবে না।

সুতরাং আমি চাহি যে, আগামী বৎসরে অর্থাৎ ১৯৬৭ সনের জানুয়ারী হইতে ওয়াকফে জদীদের ওয়াকেফিনদের যে ক্লাস আরম্ভ হইবে, তাহাতে ন্যূনকল্পে একশত জন ওয়াকেফিন হউক। জামাতের মনোযোগও এদিকে আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন।"

গত ৩০–১২–৬৬ তারিখে হযরত সাহেবের প্রদত্ত খোতবায় এই তাহরীকে ওয়াকফে জদীদে জিন্দেগী ওয়াক্‌ফ করার জন্য তিনি পুনরায় আহ্বান জানান। তাঁহার উক্ত খোতবার গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকু নিম্নে দেওয়া হইল ঃ'

"এই গুরুত্বপূর্ণ তাহরিকে (যাহা আমি পূর্ববর্তী খোতবায় উল্লেখ করিয়াছিলাম) যত সংখ্যক ওয়াকেফে জিন্দেগী অদ্যাবধি পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিতান্ত অপর্যাপ্ত। আমি বলিয়াছিলাম যে, আগামী বৎসর (চলতি ১৯৬৭—৬৮ সাল) ওয়াকফে জদীদে কমপক্ষে একশত ওয়াকফে জিন্দেগী পেশ করার জন্য জামাতকে সচেষ্ট হইতে হইবে। আমি জানাইয়াছি এবং দৈনিক আলফজল মারফত কয়েকবার ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জানুয়ারীর ১লা তারিখ হইতে বা জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ হইতে ওয়াকফে জদীদের যে ক্লাশ শুরু হইতেছে উহাতে অংশ গ্রহনের জন্য এ পর্য্যন্ত অত্যন্ত স্বল্প সংখ্যক যুবক এবং সজীবমনা বয়স্ক ব্যক্তিই ওয়াকফে জদীদের উক্ত ক্লাশের তালিকায় নাম পেশ করিয়াছেন।"

"ওয়াকফে জদীদের জন্য যে ধরনের যতজন মোয়াল্লেম স্বরুপ আহমদীর প্রয়োজন ততজনকে প্রেরনের জন্য সচেষ্ট হউন। আমরা যদি ইহার দিকে দেই, তবে আমাদের জামাতের মধ্য হইতে ১০০ জনের সংস্থান করা কষ্টকর ব্যাপার নহে।"

অতএব, প্রত্যেক জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবদের নিকট অনুরোধ জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন জামাতের সকল মোখলেস আহমদীদিগকে হযরত সাহেবের এই ইরসাদ অবগত করান এবং মোয়াল্লেম ওয়াকফে জদীদ স্বরূপ জিন্দেগী ওয়াকফ্‌ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন।

প্রার্থীদিগকে ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জামাতের প্রেসিডেন্টের সোপারিশসহ সরাসরি নাজেম সাহেব, ইরসাদ ওয়াকফে জদীদ, রাবওয়ার নিকট দরখস্ত করিতে হইবে। দরখস্ত অবশ্যই উর্দূ অথবা ইংরেজীতে লিখিতে হইবে।

উক্ত দরখস্তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবশ্য উল্লেখ করিতে হইবে।

নাম——————————— বয়স————————

পিতার নাম——————————বয়াতের তারিখ——————

ঠিকানা————————————পেশা————————

জামাতের কোন খেদমত সম্পাদন করিয়া থাকিলে উহা উল্লেখ করিবেন।

—মৌলবী মোহাম্মাদ
প্রাদেশিক আমীর পূর্ব-পাকিস্তান
আঞ্জুমানে আহমদিয়া ঢাকা।

॥ প্রাদেশিক সালানা জলসা ॥

আগামী ২৪, ২৫ ও ২৬শে ফেব্রুয়ারী মোতাবেক ১১, ১২ ও ১৩ই ফাল্গুন শুক্র, শনি ও রবিবারে পূর্ব-পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫৭তম বার্ষিকী সালানা জলসা ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকাস্থ দারুত তবলীগ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। (ইনশাল্লাহ)। কেন্দ্র হইতে জনাব মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী, সম্পাদক আল-ফোরকান ও ভূতপূর্ব মুসলিম প্রচারক, মধ্য-প্রাচ্য ও প্যালেষ্টাইন; জনাব মাওলানা মোবারক আহমদ সাহেব, ভূতপূর্ব প্রধান মুসলিম প্রচারক, পূর্ব-আফ্রিকা এবং সাহেবজাদা জনাব মীর্যা তাহের আহমদ সাহেব, সদর মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়া ও নাজেমে ইরশাদ ওয়াকফে জদীদ এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন। উক্ত জলসায় আঞ্জুমানে আহমদীয়ার তৃতীয় খলিফা হাফিজ হযরত মীর্যা নাসের আহমদ (আই:) সাহেবের শুভাগমনের সম্ভাবনা রয়েছে।

সকল ধর্ম পিপাসু ভাই-বন্ধুদিগকে আমাদের জলসায় যোগদানের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানানো যাচ্ছে।

এই জলসা চলাকালীন সময়ে প্রাদেশিক মজলিস-ই-শোরা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। উক্ত সুরায় কোন আলোচনাযোগ্য বিষয় থাকলে তা—

"সেক্রেটারী মজলিশ-এ-শোরা।
পূর্ব–পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়া
৪নং বকসীবাজার রোড, ঢাকা—১
এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সালানা জলসা

ব্রাহ্মনবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৯তম সালানা জলসা।

প্রদেশের বহু সুধীবৃন্দ ইহাতে যোগদান করিয়া ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দান করিবেন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

স্থান :—মসজিদুল মাহ্দী প্রাঙ্গন (মৌলভীপাড়া)
তারিখ : ১১ ও ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭ ইং
: ২৮শে ও ২৯শে মাঘ ১৩৭৩ বাং
দিন :—শনি ও রবিবার।

॥ আখবারে আহমদীয়া ॥

মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার

বিশ্ব-আহমদীয়া সম্মেলন ঃ

গত জানুয়ারী মাসের ২৬, ও ২৭ ২৮ তারিখে কেন্দ্রীয় আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বার্ষিক জলসা রাবোয়াতে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে লক্ষাধিক ব্যক্তি ইহাতে যোগদান করেন। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকা, যথা ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, সুন্দরবন থেকে অনেক সত্যান্বেষি ব্যক্তি এই জলসায় শরীক হন।

তারুয়ার জলসা ঃ

উক্ত জানুয়ারী মাসের ২১ ও ২২ তারিখে তারুয়া জামাতের সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়! প্রদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু লোক ইহাতে যোগদান করেন।

প্রাদেশিক জলসা ঃ

আগামী ২৪, ২৫ ও ২৬শে ফেব্রুয়ারী পূর্ব-পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৭তম সালানা জলসা ৪নং বকসী বাজার রোড, ঢাকাস্থ দারুত তবলীগ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে।

ব্রাহ্মণ বাড়ীয়ার জলসা ঃ

আগামী ১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বার্ষিক ৪৯তম জলসা স্থানীয় মসজিদুল মাহদী প্রাঙ্গণে (মৌলভীপাড়া) অনুষ্ঠিত হবে।

সুন্দর বনের জলসা ঃ

আগামী ৬ই ও ৭ই মার্চ সুন্দরবন আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রথম সালানা জলসা স্থানীয় জলসা ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রাদেশিক আমীরের রাবওয়া যাত্রা ঃ

১৪ই জানুয়ারী প্রাদেশিক আমীর সাহেব রাবওয়া পথে ঢাকা ত্যাগ করেন। সদর মুরুব্বী মৌলবী আবু তাহের সাহেব ও ঐ সঙ্গে যাত্রা করেন।

জনাব আমীর সাহেব রাবোয়ার জলসা যোগদান করতঃ জলসা শেষে এক বিশেষ তবলিগের উদ্দেশ্যে হায়দ্রাবাদ সফর করবেন।

তবলিগী ও তরবিয়তি সফর ঃ

হজরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) জারীকৃত সাময়িক ওয়াকফের অধীনে মোঃ শহীদুর রহমান সাহেব, ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী ও জেলা কায়েদ চলতি মাসের প্রথমভাগে সিলেট জেলার জামালপুর ও ছোটলাদিয়া এলাকায় ১৫ দিনব্যাপি একতবলিগী ও তরবিয়তি সফর করেন এবং বিপুল সংখ্যক ব্যক্তি সমীপে আহমদীয়তের দাওয়াৎ পৌঁছান। এ সময়ে এক ব্যক্তি বয়াৎ গ্রহণ করেন।

এ মাসের প্রথমদিকে প্রদেশের বিভিন্ন এলাকার মোট ৮ ব্যক্তি বয়াৎ গ্রহণ পূর্বক আহমদীয়তের অন্তর্ভুক্তি লাভ করেছেন। এর মধ্যে ক্রোড়ার (কুমিল্লা) ৪ ব্যক্তি রয়েছেন। তবলীগকারীও নতুন আহমদী ভ্রাতাদের জন্য দোয়ার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

●	The Holy Quran.		Rs. 12·00
●	Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
●	The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
●	Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
●	What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
●	Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
●	The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
●	The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
●	Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
●	The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
●	The truth about the split	,,	Rs. 3·00
●	The Economic struture of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
●	Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
●	Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
●	Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
●	The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
●	ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
●	Where did Jesus die ?	J D. Shams (R)	Rs. 2·00
●	ইসলামেই নবুয়্যাত ঃ	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
●	ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs 0·50
●	খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাকীম	Rs. 2·00
●	মোসলেহ্‌ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টানদিগের নিকট প্রচার করিতে হইলে ও আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে জানিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	আমাদের শিক্ষা	লিখক—হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আ:)
২।	ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আহ্বান	,, ,,
৩।	আহ্‌মদীয়াতের পয়গাম	,, হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ)
৪।	সুসমাচার	,, আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
৫।	যীশু কি ঈশ্বর ?	,, ,,
৬।	ভূস্বর্গে যীশু	,, ,,
৭।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সা:)	,, ,,
৮।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,, ,,
৯।	আদি পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত	,, ,,
১০।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম	,, ,,
১১।	যীশুর জন্ম কি ২৫শে ডিসেম্বরে ?	,, ,,
১২।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	,, ,,
১৩।	হোশান্না	,, ,,
১৪।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	,, ,,
১৫।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	,, ,,
১৬।	খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	,, ,,

উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠান

প্রাপ্তিস্থান
এ. টি. চৌধুরী
কাছ্‌রে ছলীব পাবলিকেশন্স
২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.